ডুবে যাওয়া স্বপ্নে আশার আলো

কিশোরগঞ্জ জেলার ইটনা উপজেলার ধনপুর ইউনিয়নের কাঠাইর গ্রামের বাসিন্দা সোনার চাঁদ দাস একজন গরীব বর্গাচাষী। স্ত্রী ও দুই কন্যা সন্তানকে নিয়ে তার চার সদস্যের ছোট পরিবার। বড় মেয়ে প্রান্তি স্থানীয় বিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণির ছাত্রী, আর ছোট মেয়ে শ্রুতি, যার বয়স পাঁচ বছর, এখনও স্কুলে ভর্তি হয়নি।

নিজস্ব জমি না থাকায় কৃষি শ্রমিকের কাজের পাশাপাশি বর্গা চাষই সোনার চাঁদের জীবিকা নির্বাহের প্রধান উপায় । ২০২৬ সালে বর্গা চাষের জন্য তিনি ৬০ শতাংশ জমি গ্রহণ করে বোরো ধান আবাদ করেন। তিনি জমির বর্গা গ্রহণের জন্য জমির মালিককে ১৮ হাজার টাকা প্রদান করেন । এছাড়াও বীজ, সার ও শ্রমিক নিয়োগ ইত্যাদি কাজে তার আরও ৮-১০ হাজার টাকা খরচ হয়েছিল। গত বছর একই পরিমাণ জমি থেকে তিনি প্রায় ৪০ মণ ধান পেয়েছিলেন, যার বাজার মূল্য ছিল ৪০ থেকে ৪২ হাজার টাকা। সেই অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এ বছরও তিনি ৪০-৪৫ মণ ধান পাওয়ার আশা করেছিলেন।

মৌসুমের শুরু থেকে ধানের ফলনও ছিল অত্যন্ত ভালো। পাকা ধানে ভরে উঠেছিল পুরো ক্ষেত। কিন্তু ধান কাটার মাত্র ১৫-২০ দিন আগে আকস্মিক ও অকাল বন্যা তার সমস্ত স্বপ্ন ভাসিয়ে নিয়ে যায়। মুহূর্তের মধ্যে পুরো ক্ষেত পানির নিচে তলিয়ে যায়। হঠাৎ বন্যার কারণে তিনি ধান কেটে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়ারও সুযোগ পাননি।

চোখের সামনে বছরের জীবিকার প্রধানতম উৎস, ফসল পানিতে ডুবে যেতে দেখে সোনার চাঁদ দিশেহারা হয়ে পড়েন। সম্ভাব্য ৪০-৪৫ হাজার টাকার ধান সম্পূর্ন নষ্ট হয়ে যায়। শুধু ধানই নয়, গবাদিপশুর প্রধান খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত ধানের খড়ও নষ্ট হওয়ায় তার একমাত্র গরুটির জন্য খাদ্য সংকট দেখা দেয়। পরিবারের খাদ্য নিরাপত্তা, গবাদিপশু পালন এবং দৈনন্দিন জীবনযাত্রা—সবকিছুই চরম অনিশ্চয়তার মুখে পড়ে। বাধ্য হয়ে তাকে স্থানীয়ভাবে কিছু টাকা ঋণ নিতে হয়।

সোনার চাঁদ এর আশার জাল

এমন সংকটময় সময়ে POPI বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের পাশে দাঁড়ায়। সোনার চাঁদ পান ৬ হাজার টাকা নগদ সহায়তা এবং একটি ত্রিপল।

সোনার চাঁদ বলেন,

"যখন মনে হচ্ছিল সবকিছু শেষ হয়ে গেছে, তখন POPI আমাদের পাশে দাঁড়ায়। এই সহায়তা আমার পরিবারের জন্য নতুন আশার আলো হয়ে আসে।"

প্রাপ্ত সহায়তার মধ্যে ৫ হাজার টাকা দিয়ে তিনি একটি মাছ ধরার জাল কিনেন। বাকি অর্থ দিয়ে পরিবারের জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্যসামগ্রী ক্রয় করেন।

বর্তমানে তিনি নিয়মিত জাল দিয়ে মাছ ধরে স্থানীয় বাজারে বিক্রি করছেন। এতে প্রতিদিন গড়ে ৩০০ থেকে ৪০০ টাকা আয় হচ্ছে, যা দিয়ে পরিবারের দৈনন্দিন খরচ চালাতে পারছেন। তিনি আশা করছেন, আগামী কয়েক মাস মাছ ধরে তিনি পরিবারের ভরণ-পোষণ অব্যাহত রাখতে পারবেন এবং ধীরে ধীরে ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হবেন।

সোনার চাঁদের ভাষায়,

"বন্যা আমার ফসল নিয়ে গেছে, কিন্তু POPI-এর সহায়তা আমাকে নতুন করে বাঁচার সাহস দিয়েছে। এই কঠিন সময়ে আমি আবারও ভবিষ্যতের দিকে আশাবাদী হয়ে তাকাতে পারছি।"